বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ৪৮৬২/২০১৯

মোঃ মিজানুর রহমান

.......দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য

..... প্রতিপক্ষগণ।

এ্যাডভোকেট এস, এম, বজলুর রশিদ

......দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসি আক্তার, সহকারী এটর্নী জেনারেল

.........রাষ্ট্রপক্ষে।

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

এবং

বিচারপতি রাজিক আল জলিল

শুনানীর তারিখ ঃ ০৮.০১.২০২০, ১৯.০২.২০২০, ২০.০১.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখ ঃ ০২.০৬.২০২২।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

দরখাস্তকারী মোঃ মিজানুর রহমান কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২) এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে বিগত ইংরেজী ৩০.০৪.২০১৯ তারিখে প্রতিপক্ষগণের উপর কারণ দর্শানোপূর্বক নিম্নোক্ত উপায়ে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

> *"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the Memo No. 31.43.6400.106.13.055.18-954 dated 16.04.2019 issued by the respondent No. 3 (Annexure-'D' to the writ petition) stopping the work of excavation of a pond in the case property measuring an area of 154 decimals of land appertaining to R.S. Khatian Nos. 275, 312 and 240 and R.S. Plot Nos. 1339,1343,1344,1345,1346 and 1378 under Mouza Chakkanu, Upazilla Manda, District Naogaon should not be*

declared to be without lawful authority and of no legal effect and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.
The Rule is returnable within 4(four) weeks.

The petitioner is directed to put in requisites for service of notice upon the respondents through registered post as well as through usual process within 3 (three) working days, failing which, the Rule shall stand discharged."

অত্র রুলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে, ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বিগত ইংরেজী ৩১.০১.২০১৯ তারিখে ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, মান্দা-কুশুম্বা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, মান্দা, নওগাঁ কর্তৃক অত্র দরখাস্তকারী মোঃ মিজানুর রহমানকে নোটিশ প্রদান করতঃ দরখস্তকারীর পুকুর খনন বন্ধ করতে বলেন এবং বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ মোতাবেক কেন দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবেনা তা নোটিশ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে জবাব দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত নোটিশের প্রেক্ষিতে বিগত ইংরেজী ১৪.০২.২০১৯ তারিখে দরখাস্তকারী পুকুর খননের অনুমতি চেয়ে জেলা প্রসাশক, নওগাঁ বরাবর দরখাস্ত দাখিল করেন। দরখাস্তকারীর উপরিল্লিখিত দরখাস্ত নিষ্পত্তি না করায় দরখাস্তকারী রীট পিটিশন নং- ১৪৬৭/২০১৯ দাখিল করলে অত্র আদালত দরখাস্তকারীর দরখাস্তটি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিলে রেভিনিউ ডেপুটি কালেকটর, নওগাঁ বিগত ইংরেজী ১৬.০৪.২০১৯ তারিখে দরখাস্তটি নিষ্পত্তি করেন। রেভিনিউ ডেপুটি কালেকটর, নওগাঁ কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৬.০৪.২০১৯ তারিখের উপরিল্লিখিত নিষ্পত্তি আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে দরখস্তকারী অত্র রীট পিটিশনটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এস, এম, বজলুর রশিদ এবং রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট আশেক মোমিন সংগে সহকারী এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট লাকী বেগম এবং সহকারী এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসি আক্তার বিস্তারিত ভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র রীট পিটিশন এবং এর সকল সংযুক্তি পর্যালোচনা করলাম। দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এস, এম, বজলুর রশিদ এবং রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট আশেক মোমিন এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ইউঃ ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, মান্দা, নওগাঁ কর্তৃক মোঃ মিজানুর রহমানকে প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩১.০১.২০১৯ তারিখের নোটিশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

<u>Annexure-B</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মান্দা-কুশুম্বা হউনিয়ন ভূমি অফিস
মান্দা, নওগাঁ
<u>নোটিশ</u>

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, আপনি মোঃ মিজানুর রহমান পিং নজরুল ইসলাম (নাজির) সাং চককানু, মান্দা, নওগা আপনি মাটি ও বালু ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর অমান্য করে

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ২৪০ নং চককানু মৌজার পুকুর খনন করছিলেন, যা নিম্ন স্বাক্ষরকারী সরেজমিন তদন্তকালে দেখতে পান। আপনাকে এক্ষনি পুকুর খনন কাজ বন্ধ করতে বলা হলো এবং একই সাথে কেন আপনার এহেন কার্যে জন্য আপনার বিরুদ্ধে বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা পত্র প্রাপ্তির ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব দাখিল করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

স্বা/-অস্পষ্ট
৩১.০১.২০১৯
(দুলাল হোসেন)
ইউঃ ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা
মান্দা-কুশুম্বা ইউনিয়ন ভূমি অফিস
মান্দা, নওগাঁ।

প্রাপক,
মোঃ মিজানুর রহমান
পিং-নজরুল ইসলাম (নাজির)
সাং-চককানু
মান্দা, নওগাঁ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
মান্দা, নওগাঁ।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জেলা প্রশাসক, নওগাঁ বরাবর নিজ নামীয় জোত সম্পত্তিতে পুকুর খননের নিমিত্ত অনুমতি প্রদানের বিগত ইংরেজী ১৪.০২.২০১৯ তারিখের পত্রটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

<u>Annexure-C</u>

বরাবর,
জেলা প্রশাসক, নওগাঁ।

বিষয়ঃ নিজ নামীয় জোত সম্পত্তিতে পুকুর খননের নিমিত্ত অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি ১। মোঃ মিজানুর রহমান ২। মোঃ গোলাম রাব্বানী, পিতা- মোঃ নজরুল হক, গ্রামঃ চককানু (মধ্যপাড়া), ডাকঘরঃ চককানু, থানাঃ মান্দা জেলাঃ নওগাঁ। আমার পিতা জীবিত অবস্থায় নিম্ন তফশীল বর্ণিত সম্পত্তি যাহার খতিয়ান নং-৩১২ ও ৩৭৫ যাহা আমার পিতার নিজ নামীয় ও খরিদকৃত সম্পত্তি। আমাদের পিতা মান্দা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে গত ইং ১৬.০৮.২০০৭ তারিখে রেজিষ্ট্রি করিয়া দেন যাহার দলিল নং-৬৫৬৪। সে অবধি উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখলে আছি। উল্লেখ্য যে, উক্ত জোত সম্পত্তি আশেপাশের অন্যান্য জমি হইতে অনেকটা নিচু। যা সামান্য বর্ষনের ফলেই পানি জমে ফসলের ক্ষতি সাধিত হয়। এভাবে প্রায় উক্ত সম্পত্তি ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমার পরিবার পরিজন নিয়ে চলাফেরা ও আর্থিক সংকট দেখা দেয়। তাই পরিবারের সকলকে নিয়ে পরামর্শ করে উক্ত সম্পত্তিতে পুকুর খনন করে মাছ চাষের জন্য মনস্থ করেছি। উক্ত পুকুর খননে অনুমতির প্রয়োজন আছে কিনা তা আমার জানা ছিল না। অতঃপর স্থানীয় ভূমি অফিস থেকে জানতে পেরে উক্ত নিজ নামীয় তফশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে পুকুর খননে মহোদয়ের নিকট অনুমতির জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

অতএব, মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক আমার উপরোক্ত বিবরনাদি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা পূর্বক উক্ত তফশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে পুকুর খননের সদয় অনুমতি প্রদানে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

<u>তফশীল</u>

খতিয়ান নং	দাগ নং	রকম	পরিমান
৩১২	১৩৪৬	ধানী	৩৪ শতক
২৭৫	১৩৪৫	ধানী	২৮ শতক
	১৩৪৪	ধানী	৩৭ শতক
			মোট- ৯৯ শতক কাতে ৮০ শতক

সংযুক্তিঃ দলিল ও খতিয়ানের ফটোকপি ১০ পাতা।

তারিখঃ ১৪.০২.২০১৯

(মোঃ মিজানুর রহমান)
পিতা-নজরুল হক,
গ্রাম-চককানু (মধ্যপাড়া),
ডাকঘর-চককানু,
উপজেলা-মান্দা, জেলা-নওগাঁ।

রীট পিটিশন নং- ১৪৬৭/২০১৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.০৩.২০১৯ তারিখের আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

<u>WRIT PETITION NO. 1467 OF 2019</u>

<u>IN THE MATTER OF:</u>

An application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

AND

<u>IN THE MATTER OF:</u>

Md. Mizanur Rahman

-------- Petitioner.

-Versus-

The Government of the People's Republic of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Land, Bangladesh Secretariat, Ramna, Dhaka and others

-------- Respondents.

Mr. S. M. Bazlur Rashid, Advocate

-------- For the Petitioner.

Mr. Md. Ekramul Hoque, DAG with
Ms. Purabi Rani Sharma, AAG and
Ms. Purabi Saha, AAG

------- For the respondents.

<u>The 10th March, 2019</u>

<u>Present:</u>

Mr. Justice Moyeenul Islam Chowdhury

-And-

Mr. Justice Md. Ashraful Kamal

Let the Supplementary Affidavit do form part of the main application.

This is an application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

Mr. S. M. Bazlur Rashid, learned Advocate appearing on behalf of the petitioner, submits that the petitioner is the owner of 80 decimals of land as described in the schedule to his representation dated 14.02.2019 addressed to the Deputy Commissioner,

Naogaon (respondent No. 2) and he intended to engage himself in pisciculture by excavating a pond therein and that being so, he submitted the representation dated 14.02.2019 to the respondent No. 2 and the representation was received by the office of the respondent No. 2 on the self-same date (14.02.2019); but the same has remained undisposed of as of now to the grave prejudice of the petitioner and as such the petitioner has felt constrained to file the instant Writ Petition.

We have heard the submission of the learned Advocate Mr. S. M. Bazlur Rashid and perused the Writ Petition, Supplementary Affidavit and relevant Annexures annexed thereto including the representation of the petitioner dated 14.02.2019.

However, in the facts and circumstances of the case, we deem it fit and proper to direct the respondent No. 2 to dispose of the representation of the petitioner dated 14.02.2019 within a given time-frame.

Accordingly, we direct the respondent No. 2 to dispose of the representation of the petitioner dated 14.02.2019 (Annexure- 'C' to the Supplementary Affidavit) within 15 (fifteen) working days from the date of receipt of a copy of this order.

With this direction, the Writ Petition is summarily disposed of without any order as to costs.

Let a copy of this order be immediately transmitted to the respondent No. 2 for information and necessary action.

M. I. Chowdhury.

Md. Ashraful Kamal

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, নওগাঁ কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৬.০৪.২০১৯ তারিখের পত্রটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

<u>Annexure-D</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ
(রাজস্ব শাখা)
www.naogaon.gov.bd

স্মারক নং-৩১.৪৩.৬৪০০.১০৬.১৩.০৫৫.১৮-৯৫৪ তারিখঃ ১৬.০৪.২০১৯

বিষয়ঃ নিজনামীয় জোত সম্পত্তিতে পুকুর খননের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত দরখাস্ত নিষ্পত্তি করণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে এ অফিসে গত ১৪.০২.১৯ খ্রিঃ তারিখ দাখিলকৃত নিজনামীয় তাঁর জোত সম্পত্তিতে পুকুর খনন সংক্রান্ত আবেদন পত্রটি সরেজমিনে তদন্ত করে মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), মান্দা বরাবর গত ০৩.০৪.১৯ খ্রিঃ তারিখের ৭৭৭ নম্বর স্মারকে প্রেরণ করা হয়। বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী বিভাগ রাজশাহীর ১০.০৩.১৬ তারিখের ২২৩ স্মারকে জারীকৃত অফিস আদেশের প্রেক্ষিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মান্দা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মান্দা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মান্দা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নওগাঁ সরেজমিনে তদন্ত করেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি), মান্দা এর ১৬.০৪.১৯ খ্রিঃ তারিখের ১৪৩৩ নম্বর স্মারকে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি), মান্দা, নওগাঁ, প্রতিবেদন উল্লেখ করেছেন যে, আবেদিত জমি আবাদি/ফসল চাষের উপযোগী জমি। আবেদিত জমির চারিদিকে বর্তমানে ধান চাষ হচ্ছে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানান আবেদিত জমির প্রকৃতি বেলেমাটি জমিটি মাছ চাষের অনুপোযোগী। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান আবেদিত জমি ফসলি জমি এবং এই জমির চারপাশের জমিতে ধান চাষ হচ্ছে। পুকুর খনন করা হলে ফসলি জমি নষ্ট হবে এবং চার পার্শ্বে জলবদ্ধতা সৃষ্টি হবে এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং মতামতে আবেদিত জমি পুকুর খননের অনুপোযোগী বলেছেন।

যেহেতু কমিটির সদস্যগণ এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), মান্দার তদন্ত প্রতিবেদনে পুকুর খননের জন্য প্রস্তাবিত জমি মাছ চাষের অনুপোযোগী মর্মে উল্লেখ রয়েছে। পুকুর খনন করলে ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং চারপার্শ্বে জলবদ্ধতা সৃষ্টিসহ পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে মর্মে মতামত প্রদান করেছেন, সেহেতু তার গত ১৪.০২.১৯ খ্রিঃ তারিখ এ অফিসে দাখিলকৃত তাঁর নিজনামীয় জোত সম্পত্তিতে পুকুর খননের অনুমতি প্রদানের আবেদনটি বিবেচনার কোন সুযোগ নাই। বিষয়টি তার অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট
১৬.০৪.১৯
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
নওগাঁ।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা-নজরুল হক,
গ্রাম-চককানু (মধ্যপাড়া), ডাকঘর-চককানু,
উপজেলা-মান্দা, জেলা-নওগাঁ।

স্মারক নং-৩১.৪৩.৬৪০০.১০৬.১৩.০৫৫.১৮ তারিখঃ ১৬.০৪.২০১৯

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।
১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মান্দা, নওগাঁ।
২। সহকারী কমিশনার (ভূমি), মান্দা, নওগাঁ। তাঁকে উপরোক্ত পত্রটি প্রাপক বরাবর যথারীতি জারীপূর্বক জারীর প্রতিবেদন এ অফিসে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
৩। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মান্দা, নওগাঁ।
৪। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মান্দা, নওগাঁ।

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
নওগাঁ।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২(১) নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

সম্পত্তির অধিকার ৪২(১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও

> *অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়াত্ত বা দখল করা যাইবে না।*

উপরিল্লিখিত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২(১) মোতাবেক সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং যেকোন ভাবে এর বিলি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণী পরিবর্তন প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কেবলমাত্র সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নাগরিকের উপরিল্লিখিত সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং যেকোন ভাবে এর বিলি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণী পরিবর্তন-এ বাঁধা নিষেধ তথা আরোপ করা তথা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২(১) এর মর্মার্থ।

সুতরাং এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং যেকোন ভাবে এর বিলি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণী পরিবর্তন সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার। কোন ভাবেই উক্ত মৌলিক অধিকার তথা সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং যেকোন ভাবে এর বিলি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণী পরিবর্তন-এ বাঁধা প্রদান করা যাবেনা।

নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং যেকোন ভাবে এর বিলি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণী পরিবর্তন এর অধিকারে পরিবর্তন, বাঁধা-নিষেধ এবং যেকোন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে করতে হবে।

বর্তমান মোকদ্দমায় জনৈক দুলাল হোসেন, ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, মান্দা-কুশুম্বা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, মান্দা, নওগাঁ বিগত ইংরেজী ৩১.০১.২০১৯ তারিখে অত্র দরখাস্তকারীকে নোটিশ প্রদান পূর্বক বলেন যে, তিনি তদন্তে দেখতে পান যে, দরখাস্তকারী “মাটি ও বালু ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০” অমান্য করে পুকুর খনন করছে।

পরবর্তীতে বিগত ইংরেজী ১৬.০৪.২০১৯ তারিখের পত্রে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, নওগাঁ উল্লেখ করেন যে, পুকুর খননের জন্য দরখাস্তকারীর প্রস্তাবিত জমি মাছ চাষের অনুপযোগী এবং ফসলী জমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

উপরিল্লিখিত নোটিশ এবং পত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সুস্পষ্ট। এছাড়াও দরখাস্তকারীর সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার তথা সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং যেকোন ভাবে এর বিলি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণী পরিবর্তন কোন সুনির্দিষ্ট আইনের দ্বারা উক্ত মৌলিক অধিকার হরন করা হয়েছে সে ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধির বিন্দুমাত্র উল্লেখ উপরিল্লিখিত নোটিশ ও পত্রে নেই। ফলে প্রতিপক্ষগণের বিগত ইংরেজী ৩১.০১.২০১৯ এর নোটিশ এবং বিগত ইংরেজী ১৬.০৪.২০১৯ তারিখের পত্র দুটি আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে প্রদত্ত হয়েছে এবং এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই।

বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ৪ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

> *৪। **কতিপয় ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ।**- বিপণনের উদ্দেশ্যে কোন উম্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ হইতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না-*
>
> *(ক) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত হইলে;*
>
> *(খ) সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা হইলে, অথবা আবাসিক এলাকা হইতে সর্বনিম্ন১ (এক) কিলোমিটার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সীমানার মধ্যে হইলে;*
>
> *তবে শর্ত থাকে যে, সরকার জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া, বিবেচিত হইলে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক, এই ধারায় উল্লিখিত কোন বিষয়ে উক্ত শর্ত শিথিল করিতে পারিবে;*
>
> *(গ) বালু বা মাটি উত্তোলন বা বিপণনের উদ্দেশ্যে ড্রেজিংয়ের ফলে কোন নদীর তীর ভাঙ্গনের শিকার হইতে পারে এইরূপ ক্ষেত্রে;*
>
> *(ঘ) ড্রেজিংয়ের ফলে কোন স্থানে স্থাপিত কোন গ্যাস-লাইন, বিদ্যুৎ লাইন, পয়ঃনিষ্কাশন লাইন বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ন লাইন বা তদ্সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা থাকিলে;*
>
> *(ঙ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন উক্ত বোর্ড কর্তৃক চিহ্নিত সেচ, পানি নিস্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সংলগ্ন এলাকা হইলে;*

(চ) চা বাগান, পাহাড় বা টিলার ক্ষতি হইতে পারে, এইরূপ স্থান হইলে;

(ছ) নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৎস, জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ বিনষ্ট হইলে বা হইবার আংশকা থাকিলে;

(জ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইলে।

বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর উপরিল্লিখিত ধারা ৪ পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মতো পরিস্কার যে, বিপণন তথা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন উন্মুক্ত স্থান থেকে মাটি বা বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ।

কিন্তু স্বীকৃত মতেই আলোচ্য মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী বিপণন বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন মাটি উত্তোলন করছেন না।

ফসলী জমিতে পুকুর খননের বিধিনিষেধ আরোপ করে "কৃষি জমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন, ২০১৬" খসড়া আইন প্রণয়ন করা হলেও কোন এক অজানা কারণে এটি এখনো আলোর মুখ দেখছে না। কৃষি জমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন, ২০১৬ এর খসড়া আইনটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

২০১৬ সনের --------- নং আইন

কৃষি জমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন, ২০১৬

যেহেতু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে পরিকল্পিত আবাসন, বাড়িঘর তৈরি, উন্নয়নমূলক কাজ এবং শিল্প-কারখানা বা রাস্তাঘাট নির্মানের কারণে প্রতিনিয়তই ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণীগত ব্যবহারের পরিবর্তন হইতেছে, দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি, বনভূমি, টিলা, পাহাড় ও জলাশয়/শ্রণীমহাল বিনষ্ট হইয়া খাদ্য শস্য উৎপাদন হুমকির মুখে পড়িতেছে এবং পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটিতেছে ফলে অপরিকল্পিত বাড়িঘর, শিল্প-কারখানা বা রাস্তাঘাট তৈরি রোধ করিয়া ভূমির শ্রেণী বা প্রকৃতি ধরিয়া রাখিয়া পরিবেশ ও খাদ্য শস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং কৃষি জমি ও কৃষি প্রযুক্তির প্রায়োগিক সুবিধার সুরক্ষাসহ ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেইহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবতন।

(১) এই আইন কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশে এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ''সরকার'' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়;

(২) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(৩) ''কর্তৃপক্ষ'' বলিতে ভূমি মন্ত্রণালয় অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

(৪) ''কমিটি'' বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্যকল্পে ভূমি ব্যবহার এবং ভূমি জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটিকে বুঝাইবে;

(৫) ভূমি, কৃষক, কৃষিজীবী, অকৃষি প্রজা, এস্টেট, কালেক্টর, গ্রাম, বসতবাটি, রাজস্ব অফিসার, সিকস্তি-পয়স্তি জমি প্রভতির সংজ্ঞা 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০' এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী হইবে;

(৬) কৃষি জমি বলিতে-ফসলী জমি, বনভূমি, গোচারণ ভূমি, খড় উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, পশুখাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, ব্যক্তিগত নবভূমি, ফসল উদ্ভিদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, মৎস ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, শিল্প বহির্ভমি বনভূমি যা কৃষি কাজের আবিচ্ছেদ্য অংশ এবং অন্যান্য ভূমি যাতে ফলফুল, শাক-সবজি, মসলা, ডাল, তেল, কন্দাল, খাদ্য, আঁশজাতীয় ফসল, ঔষধি, সুগন্ধি, প্রাকৃতিক রং, বাঁশ, বেত, হোগলা, গোলপাতা ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। স্ট্রীপ ক্রপিং বা রিলে ক্রপিং এর জন্য ব্যবহৃত ভূমি, জলাশয় (নদী, খাল, নালা, ডোবা, হাওড়, দীঘি, পুকুর ইত্যাদি) যেখানে মাছ চাষের পাশাপাশি ফসল উৎপাদন করা হয় বা উৎপাদনের সুযোগ আছে এইরূপ ভূমিসহ বিভিন্ন ধরণের আচ্ছাদন ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি কৃষি জমির অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৭) ''জলমহাল'' বলিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯' এর ২(গ) ধারায় সংজ্ঞায়িত- ''**জলমহাল এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চুতঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না**'' – এইরূপ জলাভূমিকে বুঝাইবে;

(৮) ''বনভূমি'' বলিতে 'বন আইন, ১৯২৭' এ বর্ণিত সংরক্ষিত-রক্ষিত বন ও সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফেকেশনের মাধ্যমে 'বন' হিসাবে ঘোষিত কোন এলাকাকে বুঝাইবে;

(৯) ''বালুমহাল'' বলিতে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ২(৭) ধারায় বর্নিত সংজ্ঞা এবং সে সকল উন্মুক্ত স্থানে, ছড়ায় এবং নদীর তলদেশে উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি সংরক্ষিত আছে যাহা পরিবেশ অক্ষুন্ন আহরণযোগ্য যাহা বালুমহাল হিসাবে ঘোষিত;

(১০) ''ভূমি জোনিং'' বলিতে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকাকে ইহার ভূমির ব্যবহার, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট ও বিদ্যমান গুণাগুণ বিশ্লেষণ পূর্বক নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে চিহ্নিতকরণ ও এতদসংক্রান্ত প্রস্তুতকৃত মানচিত্রকে বুঝাইবে;

(১১) ''ভূমিহীন'' বলিতে ''কৃষি কাজ জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'' এর ১০.০ ধারায় বর্ণিতঃ

''**ভূমিহীন পরিবারঃ**

(ক) যে পরিবারের বসতবাড়ী ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর;

(খ) যে পরিবারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষি যোগ্য জমি নাই এইরূপ কৃষি নির্ভর পরিবারও ভূমিহীন হিসাবে গণ্য হইবে''- বলিয়া বুঝাইবে;

(১২) 'জোত' বলিতে জমির একটি খন্ড খন্ডসমূহ অথবা ইহার একটি অবিভক্ত হিস্যা যাহা একজন ভূমি মালিক কর্তৃক দখলকৃত এবং একটি পৃথক প্রজাস্বত্বের বিষয়বস্তুকে বুঝাইবে;

(১৩) 'খাস জমি (Khas Land)' বলিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০ এর ৪২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাস জমির সংজ্ঞা এবং রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ২ ধারার (১৫) উপধারার বিধান মোতাবেক কোন ব্যক্তি খাস জমি বা খাস দখলীয় জমি বুঝাইতে স্বীয় দখলকৃত ভূমি ছাড়াও গৃহাদি ও উহার সন্নিহিত জমি ও সংযুক্ত বস্তুসহ ভাড়া দেওয়া জমিকেও অন্তর্ভূক্ত করে, যাহা চিরস্থায়ীভাবে ইজারা বা ভাড়া দেওয়া নয়;

(১৪) চিংড়ি মহাল: ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ভূম/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/৯১/২১৭, তারিখ: ৩০.০৩.১৯৯২ ইং পরিপত্রে চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার (৩) ধারায় বর্ণিতঃ-

''**চিংড়ি মহাল এলাকাঃ**

(ক) বর্তমান চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়ি মহাল হিসাবে ঘোষণা করা হইবে। ঘোষিত এলাকা ম্যাপও অন্যান্য কাগজপত্রাদি জেলা সদরে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ঘোষিত এলাকার আয়তন পূণাংঙ্গ বিবরণসহ অন্তর্ভূক্ত হয়। জেলা সদরে সংরক্ষিত কাগজাদির কপি মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করিতে হইবে এবং মন্ত্রণালয়ের একজন সুনির্দিষ্ট অফিসার তাহা সংরক্ষণ ও সম্ভব Computerized করিবেন। ইজারা প্রদানকারীদের নাম ও অন্যান্য বিবরণ এবং পরবর্তীতে তাহাতে কোন পরিবর্তন হইলে তাহাও মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষণ করিতে হইবে।'' *এছাড়াও সরকার কর্তৃক ঘোষিত চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়ি মহাল হিসাবে বিবেচনা করা হইবে;*

(১৫) ''সায়রাতমহাল'' বলিতে ঐ সকল ভূমিকে বুঝাইবে যাহা হইতে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও কর ও রাজস্ব আদায় করা হয় এবং যাহার মধ্যে জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, হাটবাজার, খেয়াঘাট, ফেরীঘাট, বাগানমহাল, খড়মহাল, ছনমহাল ইত্যাদি জাতীয় বিবিধ কর আদায়যোগ্য ভূমি বা মহালকে বুঝাইবে।

৩। ***আইনের প্রাধান্য।-*** *অন্য কোন আইনে কৃষি জমি সুরক্ষা, ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বা ভূমি জোনিং সম্পর্কে যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে এবং যাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।*

৪। ***কৃষি জমি সুরক্ষা।-*** *(১) বাংলাদেশের যে সকল কৃষি জমি রহিয়াছে, তাহা এই আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা করিতে হইবে এবং কোন বাবেই তাহার ব্যবহার ভিত্তিক শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এবং উদ্দেশ্যে প্রনীত বিধি মোতাবেক অত্র বিধানবলী পরিবর্তন করা যাইবে।*

(২) কৃষি জমি ব্যতীত অন্যান্য জমির সুরক্ষা।- কৃষি জমি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেনীর জমি একইভাবে সুরক্ষা করিতে হইবে, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। ***ভূমি জোনিং।-*** *(১) সরকার ভূমির বিদ্যমান বহুমাত্রিক ব্যবহার, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও ইহার অন্তর্নির্হিত ক্ষমতা এবং গুণাগুণ অনুযায়ী কৃষি, মৎস সম্পদ, পশু-সম্মদ, বন, চিংড়ি চাষ, শিল্পাঞ্চল, আবাসন প্রতিষ্ঠান, পর্যটন, প্রত্নতাত্বিক এলাকা, প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠ্ু ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সারা দেশে পর্যজন, প্রত্নতাত্বিক এলাকা, প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠ্ু ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সারা দেশে পর্যায়ক্রমে ভূমি জোনিং এর ব্যবস্থা করিবে;*

(২) যে সব ক্ষেত্রে ভূমি জোনিং করা হইবে তাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬। ***বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ।-*** *ভূমি জোনিং বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি থাকিবে এবং যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।*

৭। ***অপরাধ, বিচার ও দন্ড।-*** *(১) এই আইনের ধারার ৪(১), ৪(২) অথবা অন্য কোন ধারার বর্ণিত বিধান কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অমান্য বা লংঘন করিলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেই হউন না কেন, তিনি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ কিংবা তাহার/তাহাদের সহায়তা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদন্ড বা সবনিম্ন ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে এবং বর্ণিত কৃষি জমি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইবে;*

(২) এই আইন অমান্য বা লংঘন এর বিচার ও বিস্তারিত দন্ডসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। ***বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-*** *এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।*

৯। ***জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।-*** *এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত বিধানের স্পষ্টিকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিতে পারিবেন।*

১০। ***রহিতকরণ ও হেফাজত।-*** *এই আইন জারির পর কৃষি জমি সুরক্ষা, ভূমি ব্যবহার এবং বূমি জোনিং সংক্রান্ত ইতোপূর্বে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, ম্যানুয়াল, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনার কার্যকারিতা রহিত হইবে এবং এই আইন প্রাধান্য ও কার্যকরী হইবে।*

বাংলাদেশের কৃষি জমি, বনভূমি, টিলা, পাহাড় ইত্যাদি সুরক্ষার জন্য উপরিল্লিখিত আইনটি দ্রুত জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হওয়া অতি আবশ্যক। জাতীসংঘের অঙ্গসংগঠন United Nations Convention of Combat Desertification কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Sustainable Land Management contribution to successful land-based climate change adaptation and mitigation এর উপর The Seience-Policy Interface এর প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে আমরা আমাদের দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা করতে পারলে পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সম্পর্কিত বিপর্যয় মোকাবেলা করতে আমরা সক্ষম হব।

দ্বীপ (Island) সংরক্ষন, ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সম্মত টেকসই উন্নয়নের নিমিত্তে পৃথিবীতে প্রথম জাপান ***Remote Islands Development Act*** *নামে একটি আইন ১৯৫৩ সালে প্রণয়ন করে। অতঃপর* ***Remote Islands Development Plan 1953-1962, 1963-1972, 1973-1982*** *এবং* ***1983-1992*** *প্রণয়ন করে। অতঃপর ২০০২ সালে আইনটি সংশোধন করে ২০০৩ সালে নতুন সংশোধিত আকারে আইনটি সংশোধন করেন। সংশোধিত* ***Remote Islands Development Act*** *টি ২০০৭ সাল থেকে কার্যকর হয়ে জাপানের দ্বীপসমূহ উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।*

অপরদিকে, ইউরোপের রাষ্ট্র ফিনল্যান্ড নামক দেশটিকে বলা হয় ***"Land of Islands and Waters."*** *। ৭৬০০০ (ছিয়াত্তর হাজার) দ্বীপ (Island), ৫৬০০০ (ছাপ্পান্ন হাজার) লেক (Lakes) এবং ৬৪৭ (ছয়শত সাতচল্লিশটি) নদী (River) নিয়ে পৃথিবীর অপূর্ব দ্বীপ রাষ্ট্র ফিনল্যান্ড। যার মধ্যে* ***Largest Maritime Islands*** *আছে ২০টি এবং* ***Largest Freshwater Islands*** *আছে ২০টি। বলা হয় ফিনল্যান্ডের দ্বীপগুলো আনুমানিক ৯০০০ বছর আগের। বাল্টিক সাগর অকৃপন হাতে ফিনল্যান্ডকে সমৃদ্ধ করেছে।*

The Organization for Economic Co-operation (OECD) *নামক সংগঠনটি* ***Small Islands Development States (SIDS)*** *নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছে এর সদস্য রাষ্ট্রের দ্বীপ (Island) উন্নয়নে।*

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে মোদী সরকার দ্বীপ (Island) উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০১৭ সালে ***Islands Development Agency*** *নামে একটি পৃথক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে দ্বীপ (Island) সমূহের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন।*

আমাদের দ্বীপসমূহের উন্নয়নের নিমিত্তে দ্বীপ উন্নয়ন আইন ***(Islands Development Act)*** *দ্রুত প্রণয়ন করা প্রয়োজন।*

উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে কতিপয় পরামর্শ প্রদান পূর্বক অত্র রুলটি চূড়ান্তযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চূড়ান্ত করা হলো।

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, নওগাঁ কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৬.০৪.২০১৯ তারিখের পত্রটি আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হয়েছে বিধায় এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই বলে বাতিল করা হলো।

পরামর্শঃ

১। কৃষি জমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন, ২০১৬ অতি দ্রুত আইন আকারে পাশ করার জন্য মহান জাতীয় সংসদকে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

২। জাপান ও ফিনল্যান্ড এর প্রণীত আইন যতটুকু সম্ভব অনুসরন ও সমন্বয় করে আমাদের দেশের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি "দ্বীপ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" (Islands Development Authority) নামে একটি পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠন এর নিমিত্তে দ্বীপ উন্নয়ন আইন (Islands Developments Act) দ্রুত প্রনয়নের জন্য মহান জাতীয় সংসদকে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে ই-মেইলে প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশের সকল মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বরাবর ই-মেইলে প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অবিকল অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সকল পক্ষকে দ্রুত অবহিত করা হোক।

বিচারপতি রাজিক আল জলিল

আমি একমত